ভোরের কাগজ

SEP. 20 2007

তারিখ ... পৃষ্ঠা ১২ কলাম [illegible]

২৯ মেধাস্থান নিয়ে সারা দেশে শীর্ষে নটরডেম কলেজ

শিক্ষা বাণিজ্যভিত্তিক হওয়ায় ফল বিপর্যয় : অধ্যক্ষ

কাজী সাইফুদ্দিন : এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় সারাদেশে শীর্ষস্থান দখল করে নিয়েছে নটরডেম কলেজ। ঢাকা বোর্ডে বিজ্ঞানে ১মসহ মানবিক এবং বাণিজ্য শাখায় এই কলেজের মোট ২৯ জন ছাত্র মেধা তালিকায় স্থান পেয়েছে। শিক্ষক, ছাত্র এবং অভিভাবকদের আন্তরিক প্রচেষ্টাকেই ভালো ফলাফলের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন নটরডেম কলেজের অধ্যক্ষ ফাদার বেঞ্জামিন কস্তা। তিনি বলেছেন, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলেই এই সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে। এছাড়া অপেক্ষাকৃত দুর্বল ছাত্রদের জন্য অতিরিক্ত ক্লাস নেওয়াকে কলেজের ফলাফল ভালো হওয়ার অন্যতম কারণ বলে মনে করেন অধ্যক্ষ বেঞ্জামিন।

নিয়মিত ক্লাস ও পড়ালেখা করা এবং শিক্ষক-ছাত্রদের আন্তরিক সম্পর্কও ভালো ফলাফলের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে বলে শিক্ষক ছাত্র ও অভিভাবকরা মনে করেন। কলেজের ৫৩ বছরের ইতিহাসে এবারের পরীক্ষায় মেধা তালিকায় সবচেয়ে বেশি ছাত্র স্থান পাওয়ায় ছাত্র-শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও আনন্দ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে।

গতকাল দুপুরে নটরডেম কলেজের অধ্যক্ষ বেঞ্জামিন কস্তা

● এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৬

২৯ মেধাস্থান নিয়ে সারা দেশে

● শেষের পাতার পর

কলেজের ভালো ফলাফলের ব্যাপারে অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, এই ফলাফলে আমি আনন্দিত, গর্বিত ও কৃতজ্ঞ। তিনি বলেছেন, এই ভালো ফলাফলের পেছনে যাদের ত্যাগ রয়েছে সেই শিক্ষক, অভিভাবক এবং প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তিনি জানান, আমি ছাত্রদের বাবা-মা ও অভিভাবকদের কাছ থেকে পূর্ণ সহযোগিতা পেয়েছি। তাদের সহযোগিতা না থাকলে হয়তো এই ফলাফল সম্ভব হতো না।

তিনি জানান, ছাত্রদের অভিভাবকদের সঙ্গে কলেজের সার্বক্ষণিক যোগাযোগ আছে। কোনো ছাত্র নিয়মিত ক্লাস না করলে, ঠিকমতো পড়া না করলে তা অভিভাবকদের অবহিত করা হয়। তিনি জানান, ছাত্রদের পড়ালেখার পাশাপাশি খেলাধুলা এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডও তাদেরকে উপযুক্ত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। এই কলেজের কোনো ছাত্র পড়ালেখায় ফাঁকি দিতে পারে না। তাদেরকে সময়ের পড়া সময়ে করতে হয়। এই যে একটা রুটিন মাফিক পড়ালেখা এটাও ছাত্রদের ভালো ফলাফল করতে সাহায্য করেছে।

অধ্যক্ষ বেঞ্জামিন জানান, ১ম বর্ষের পরীক্ষার পর যে ছাত্ররা যে বিষয়ে খারাপ করে তাদেরকে সেই বিষয়ে অতিরিক্ত ক্লাস নেওয়া হয়। বিশেষ করে ছাত্ররা ইংরেজি, গণিত এবং হিসাব বিজ্ঞানে বেশি দুর্বল থাকে। তাই প্রথম টার্ম পরীক্ষার পর ছাত্রদেরকে এই বিষয়গুলোর প্রতি ভালো করতে আমরা ৩ থেকে ৪ মাস বেশি ক্লাস নিই। আর এই ব্যবস্থা ভালো ফলাফলের একটি অন্যতম কারণ বলে তিনি জানান।

ফল বিপর্যয়ের কারণ সম্পর্কে তিনি বলেন, এটা আমাদের জাতির জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক ও বেদনাদায়ক। তিনি জানান, এর জন্য দায়ী আমাদের ছাত্ররা নয়, দায়ী মা-বাবা এবং শিক্ষকরা। কারণ দেশের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা হয়ে গেছে বাণিজ্য ভিত্তিক। তিনি জানান, কারিকুলামকে বাস্তবে রূপ দিতে হবে। শিক্ষক [illegible] যদি শিক্ষাকে বাণিজ্যিকভাবে না নিয়ে আন্তরিক হন এবং মা-বাবা যদি সচেতন হন তাহলে ফল বিপর্যয় কমে আসবে। অধ্যক্ষ বেঞ্জামিন জানান, ছাত্ররা কেন ফেল করে সেই কারণগুলো চিহ্নিত করে বাস্তবমুখী কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। তা না হলে এটা বছরের পর বছর ঘটতেই থাকবে। আমরা শিক্ষক-অভিভাবক-সরকার সবাই মিলে যদি আন্তরিক হই তবে অবশ্যই ফল বিপর্যয় রোধ করা সম্ভব। ছাত্ররা যদি নিয়মিত পড়ালেখা করে তবে ভালো ফলাফল সম্ভব।

গতকাল দুপুরে নটরডেম কলেজে গিয়ে দেখা যায় ছাত্র, অভিভাবক, শিক্ষক সকলেই কলেজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। মেধা তালিকায় স্থান পাওয়া ছাত্রদের নিয়ে সরস আলোচনা করতে দেখা গেছে।

এইচএসসি প্রথম বর্ষের ছাত্র রিংকু কলেজের ছাত্রদের ভালো ফলাফলের অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, আমি খুবই আনন্দিত। এ ফলাফলে আমরা উৎসাহ পেয়েছি ভালো করার। আমরা চাই ভবিষ্যতে আরো ভালো করবে কলেজের ছাত্ররা।

বিজ্ঞানে ঢাকা বোর্ডে মেধা তালিকায় ১ম স্থান পাওয়া নাজমুল ইসলামের মা মোস্তাব সেরা জানান, শিক্ষক-ছাত্র এবং অভিভাবকরা সচেতন হলে এবং নিয়মিত ক্লাস ও পড়ালেখা করলে যে কারো পক্ষেই ভালো ফলাফল করা সম্ভব। নটরডেম কলেজ সারা বাংলাদেশের মধ্যে শীর্ষে থাকায় আমি সেই কলেজের একজন ছাত্রের মা হিসেবে গর্ববোধ করছি।